(Chapter - 8) (পশ্চিমবঙ্গ)

MCQ type question answers:-

1) কতসালে ভারত বিভাজন হয় (1961/1947/1961) → 1947 সালে।

2) ভারতের মোট কতগুলি অঙ্গরাজ্য - (২৬/২৭/২৮) টি → ২৮টি।

3) স্বাধীনতার সময় মোট জেলার সংখ্যা কত ছিল - (12/14/16) টি → 14টি।

4) স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত যে দেশীয় রাজ্যটি ছিল তার নাম কি - (জলপাইগুড়ি/ কোচবিহার/ দার্জিলিং) → কোচবিহার।

5) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মোট কতগুলি জেলা রয়েছে - (২০/২১/২৩) টি → ২৩টি।

6) আন্তর্জাতিক সীমারেখার দৈর্ঘ্য বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে কততম (দ্বিতীয়তম/ তৃতীয়তম/ চতুর্থতম) → দ্বিতীয়তম।

7) আয়তনের বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের কততম রাজ্য - (১৩/ ১৪/ ১৫) তম → ১৪তম।

8) জনঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের কততম বৃহত্তম রাজ্য (প্রথম / দ্বিতীয়/ তৃতীয়) → দ্বিতীয়তম।

9) কলকাতা ভারতের কত তম বৃহৎ শহর - (প্রথম/ দ্বিতীয়/ তৃতীয়) → তৃতীয়তম।

10) একটি নবতম জেলার নাম লেখ - (বর্ধমান/ বাঁকুড়া/ পশ্চিম বর্ধমান) → পশ্চিম বর্ধমান।

11) জেলাভিত্তিক জনঘনত্ব অনুযায়ী সবচেয়ে কম জনঘনত্ব কোথায় - (মালদহ / কালিম্পং / দার্জিলিং) → কালিম্পং।

12) পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলাকে কয়টি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা যায় - (৩টি / ৪টি / ৫টি) → ৫টি বিভাগে।

13) পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর কয়টি প্রতিবেশী দেশ রয়েছে - (৩টি / ৪টি / ৫টি) → ৩টি।

14) পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর কয়টি প্রতিবেশী রাজ্য রয়েছে - (৪টি / ৫টি / ৬টি) → ৫টি।

15) সান্দাকফুর উচ্চতা কত (৩৬৩০ / ৩৬৪০ / ৩৪৬০) মিটার → ৩৬৩০ মিটার।

16) ভারতের জাতীয় নদী গঙ্গার দৈর্ঘ্য কত প্রায় - (১৫২০ / ২৫২০ / ২৮২০) মিটার → ২৫২০ মিটার।

17) কোনটি তিস্তার উপনদী (মূর্তি / চেল / মুজনাই) → চেল।

18) মহানন্দার উপনদী কোনটি (লিকা / চেল / মেচি) → মেচি।

19) তোর্সা নদীর উপনদী কোনটি (মূর্তি / বালাসন / কালজানি) → কালজানি।

20) জলঢাকা নদীর উপনদী কোনটি (টিস্তান / লিকা / ডুডুয়া) → ডুডুয়া।

২১) 'বাংলার দুঃখ' কাকে বলা হয় - (দামোদর / অজয় / ময়ূরাক্ষী
কে → দামোদর কে।

২২) দামোদরের প্রধান উপনদীর নাম কি (কোনা / তিলাইয়া / বরাকর)
→ বরাকর।

২৩) কোনটি সুন্দরবন অঞ্চলের নদী (সপ্তমুখী / মাথাভাঙা / ভৈরব)
→ সপ্তমুখী।

২৪) পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যের উর্বর মাটি কোনটি (দোয়াশ / পলি / ল্যাটেরাইট) → পলি মাটি।

২৫) ধান উৎপাদনে আমাদের রাজ্য ভারতে কততম স্থান অধিকার করেছে (প্রথম / দ্বিতীয় / তৃতীয়) → প্রথম।

২৬) পশ্চিমবঙ্গের 'ধানের ভান্ডার' কাকে বলে (বর্ধমান / বাঁকুড়া / ঝাড়খন্ড কে) → বর্ধমান কে।

২৭) ভারতের প্রধান ধান গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত (ওড়িশা / ঝাড়খন্ড / বর্ধমানে) → ওড়িশায়।

২৮) 'সোনালী তন্তু' বলে কাকে অভিহিত করা হয় (ধান / পাট / আম) → পাট কে।

২৯) ভারতীয় টি বোর্ড-এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত (কলকাতা / দার্জিলিং / ব্যারাকপুর) → কলকাতা।

৩০) ভারতের রুঢ় কাকে বলে - (দুর্গাপুর / বর্ধমান / চিত্তরঞ্জন) কে
→ দুর্গাপুর কে।

৩১) ভারতের শেফিল্ড কাকে বলে (হাওড়া / হুগলি / দুর্গাপুর)
→ হাওড়া।

Very short type question answers:-

1) স্বাধীনতার সময় পশ্চিমবঙ্গে মোট কতগুলি জেলা ছিল?

→ ১৪টি।

2) কতসাল পর্যন্ত কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ছিল?

→ ১৯৪৯ সাল।

3) স্বাধীনতার সময়ে যে ১৪টি জেলা ছিল সেগুলির নাম লেখ।

→ বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, কোলকাতা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, হুগলি, হাওড়া, মালদা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, ২৪ পরগনা।

4) বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা কতগুলি?

→ ২৩টি।

5) আন্তর্জাতিক সীমারেখার দৈর্ঘ্য বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে কততম?

→ দ্বিতীয়তম।

6) পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ভারতের কততম বৃহত্তম শহর?

→ তৃতীয়তম।

7) একটি নবীনতম জেলার নাম লেখ।

→ পশ্চিম বর্ধমান।

8) ক্ষেত্রফলের বিচারে বৃহত্তম জেলা কোনটি?

→ দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

9) ক্ষেত্রফলের বিচারে ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?

→ কলকাতা।

10) জেলাভিত্তিক মোট জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি কোন জেলায়?

→ ২৪ পরগনা।

11) পশ্চিমবঙ্গের সীমানা বরাবর কোন তিনটি প্রতিবেশী দেশ রয়েছে?

→ বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান।

(12) পশ্চিমবঙ্গের কয়টি প্রতিবেশী রাজ্য রয়েছে? ও কি কি?
→ ৫টি। যথা- অসম, সিকিম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা।

13) সান্দাকফুর উচ্চতা কত?
→ ৩৬৩০ মিটার।

14) পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?
→ সান্দাকফু।

15) দার্জিলিং হিমালয়ের উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গের নাম কি?
→ ফালুট।

16) দুয়ার্স কথার অর্থ কি?
→ দ্বার বা দরজা।

17) প্রাকৃতিক ও বৈচিত্র্য বিচারে অঞ্চলের তিনটি উপবিভাগের নাম লেখ
→ তাল, বরেন্দ্রভূমি, দিয়ারা।

18) কয়টি অবক্ষয় দ্বীপের নাম লেখ।
→ সাগরদ্বীপ, পূর্বাশা, নয়াচর ইত্যাদি।

19) পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার প্রবাহপথ কত?
→ মাত্র ২০ কিমি।

20) 'বাংলার দুঃখ' কাকে বলে?
→ দামোদর নদকে।

21) তরাই কথার অর্থ কি?
→ স্যাঁতস্যাঁতে।

22) তিস্তার দুটি উপনদীর নাম লেখ।
→ লিস, চেল।

23) মহানন্দার দুটি উপনদীর নাম লেখ।
→ মেচি, টাঙন।

24) তোর্সার দুটি উপনদীর নাম লেখ।
→ কালজানি, তাদবির।

25) জলঢাকার দুটি উপনদীর নাম লেখ।
→ মূর্তি, মুজনাই।

26) কোন দুটি নদীর মিলিত প্রবাহ হল রূপনারায়ণ নদী?

→ দ্বারকেশ্বর ও শিলাই

27) পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু কিরূপ প্রকৃতির?

→ ক্রান্তীয় মৌসুমি প্রকৃতির।

28) 'লু' কখন দেখা যায়?

→ সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত।

29) বঙ্গোপসাগরে যে প্রবল ঝড়ের উৎপত্তি হয় তার নাম কি?

→ আশ্বিনের ঝড়।

30) সুন্দরবন অঞ্চলের মাটি কিরূপ প্রকৃতির হয়?

→ লবণাক্ত।

31) পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উর্বর মাটি কোনটি?

→ পলিমাটি।

32) পশ্চিমবঙ্গে রডোডেনড্রন উদ্ভিদ কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

→ দার্জিলিং-এ।

33) কত সালে সুন্দরবনকে 'World Heritage Site'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়?

→ 1987 সালে।

34) ধান উৎপাদনে আমাদের রাজ্য কত তম স্থান অধিকার করেছে?

→ প্রথম।

35) পশ্চিমবঙ্গের 'ধানের গোলা' কাকে বলে?

→ বর্ধমানে।

36) কোন ধানের ফলন বেশী হয়?

→ বোরো ধানের।

37) ভারতের প্রধান ধান গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
→ উড়িশ্যার কটকে।
38) 'সোনালি তন্তু' বলে কাকে অভিহিত করা হয়?
→ পাটকে।
39) দুটি উন্নতশীল পাটবীজের নাম লেখ।
→ বৈশাখী তোষা (JRO-632), চৈতালী তোষা (JRO-878)
40) চীন তাইওয়ানের বিশেষ সুগন্ধযুক্ত চায়ের নাম কি?
→ ওলং চা।
41) রাশিয়ার মানুষ কোন চা পান করেন?
→ ইস্টক চা।
42) চীনে সবচেয়ে জনপ্রিয় চায়ের নাম কি?
→ সবুজ চা।
43) ভারতের প্রধান পাট গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
→ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে।
44) ভারতীয় টি বোর্ড-এর প্রধান দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
→ কলকাতায়।
45) চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে কততম স্থান অধিকার করেছে?
→ দ্বিতীয়তম।
46) পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম কয়লাখনি কোথায় অবস্থিত?
→ রানিগঞ্জ।
47) কয়লা উত্তোলনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে কততম স্থান অধিকার করেছে
→ সপ্তম তম।
48) কত খ্রীঃ SAIL প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়?
→ ১৯৭৪ খ্রীঃ

49) বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম লেখ।
→ হাওড়া, শ্যামনগর, পানিহাটি, শ্রীরামপুর, ফুলেশ্বর ইত্যাদি।

50) WTO এর পুরো নাম লেখ।
→ World Tourism Organisation.

51) BPO এর পুরো নাম কি?
→ বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং।

52) পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিখ্যাত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কেন্দ্রের নাম লেখ।
→ চালকল (বর্ধমান, হাওড়া), তাঁত বস্ত্রবয়ন (শান্তিপুর, ফুলিয়া)।

52) পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র খনিজতেল শোধনাগার কোথায় অবস্থিত?
→ হলদিয়ায়।

53) 'City of Palaces' কাকে বলে?
→ কলকাতাকে।

54) কলকাতার পরিপূরক বন্দর-এর নাম কি?
→ হলদিয়া।

55) উষ্ণ প্রস্রবন-এর জন্য কোন জায়গা বিখ্যাত?
→ বক্রেশ্বর।

56) 'ভারতের শেফিল্ড' কাকে বলে?
→ হাওড়া।

57) 'যমজশহর' কোন দুটি কে বলে?
→ কলকাতা ও হাওড়া কে।

58) উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশপথ কাকে বলে?
→ শিলিগুড়ি কে।

59) 'ভারতের রূঢ়' কাকে বলে?
→ দুর্গাপুর কে।

60) আমের শহর (Mango City) কাকে বলে?
→ মালদা কে।

61) ২টি সমুদ্রবন্দরের নাম লেখ।
→ ডায়মন্ড হারবার ও কাড়ুকরপুর।

62) 'শৈলশহরের রানি' কাকে বলে?
→ দার্জিলিং কে।

63) সুন্দরবন কি জন্য বিখ্যাত?
→ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য।

64) 'Grand Canyon of Bengal' বলে কাকে আখ্যা দেওয়া হয়?
→ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার নিকট গনগনিকে।

65) মাটির পুতুলের জন্য কোন জায়গা বিখ্যাত?
→ কৃষ্ণনগর।

66) ভারতের বৃহত্তম সংকর ইস্পাত কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
→ দুর্গাপুরকে।

67) পশ্চিমবঙ্গের দুটি বাণিজ্য ফসলের নাম লেখ।
→ চা ও সিঙ্কোনা।

68) 'প্রাণের নদী' কাকে বলে?
→ তিস্তাকে।

69) রাজ্যের নবীনতম জেলার নাম কি?
→ পশ্চিম বর্ধমান।

70) DGHC এর পুরো নাম কি?
→ দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল।

71) বালির স্তূপ দিয়ে গঠিত টিলাকে কি বলে?
→ বালিয়াড়ি বলে।

72) খারিফ শস্য কোন কালীন ফসল?
→ গ্রীষ্মকালীন ফসল।

① হুগলি নদীর উভয় তীরে পাট শিল্পের উন্নতির কারণ আলোচনা করো।

→ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁশবেড়িয়া ও কল্যানী থেকে বিড়লাপুর ও উলুবেড়িয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছে। হুগলি নদীর উভয়তীরে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ গুলি হল নিম্নরূপ -

(ক) কাঁচামালের সহজলভ্যতা:- হুগলি নদীর উভয় তীরে নদীবাহিত উর্বর পলিমাটিতে প্রচুর পরিমানে পাট উৎপন্ন হয়। স্বাধীনতার পূর্বে এই সমগ্র অঞ্চলের পর্যাপ্ত কাঁচাপাটকে কেন্দ্র করেই এখানে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

(খ) কলকাতা বন্দরের অবস্থান:- এখানে ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দর কলকাতা বন্দরটি অবস্থিত হওয়ায় বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি ও উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশের বাজারে রপ্তানিতে সুবিধা হয়েছে।

(গ) শক্তিসম্পদ:- কলকাতার পাশে রানিগঞ্জ রেলপথের সুবিধা থাকায় কয়লা নিয়ে এসে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের যেমন সুবিধা হয়েছে। তেমন DVC থেকে প্রচুর পরিমান জলবিদ্যুৎ শক্তি সম্পদের চাহিদা মিটিয়েছে।

(ঘ) উন্নত পরিবহন:- কলকাতা তৎকালীন ভারতের রাজধানী থাকায় হুগলি শিল্পাঞ্চলটি পরিবহন দিক থেকে খুবই উন্নত। এখানকার জালের মত বিস্তৃত সড়কপথ ও রেলপথের মাধ্যমে শ্রমিক ও দ্রব্যের আমদানি ও দ্রব্য রপ্তানিতেও সুবিধা হয়েছে, এছাড়া ও রয়েছে সুলভ শ্রমিক, জলসম্পদ, আর্দ্র জলবায়ু ইত্যাদি।

① জীবিকাসত্তা ভিত্তিক কৃষি কাকে বলে?

→ প্রধানত যে কৃষিকাজের মাধ্যমে মানুষ তার জীবিকা জীবিকা নির্বাহ করে অর্থাৎ জীবননির্বাহের জন্য মানুষ যে কৃষিকাজ করে থাকে তাকে অনেক সময় জীবিকাসত্তা ভিত্তিক কৃষি বলে।

② ~~পলি~~ পলিমাটি কি?

→ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে পাললিক শিলা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত উত্তর ভারতের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী গুলির অববাহিকায় ধীরে ধীরে পলি সঞ্চিত হয়ে এই পলিমাটির উৎপত্তি হয়েছে। পলি, বালি, কাঁকর, বিভিন্ন খনিজ কণা হল এই পলি মাটির প্রধান উপাদান।

③ কৃষ্ণমৃত্তিকায় কি কি ফসল চাষ করা হয়?

→ কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রধানত ব্যাসল্ট আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত হয়। এই মৃত্তিকা নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ইত্যাদি থাকায় এই মাটি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী। এই মাটিতে PH এর মান 6.5 থেকে 8.5। এই মাটিতে আখ, তামাক, তৈলবীজ, ডাল ইত্যাদি চাষ খুব ভালো হয়।

④ ঝুম চাষ কি?

→ ঝুম চাষ হল পাহাড়ি এলাকার প্রচলিত একটি কৃষি পদ্ধতি। পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালযুক্ত অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময় বনভূমি পুড়িয়ে ফেলে সেই সেই স্থানে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয়। আর ফলে বনভূমি ধ্বংস হয় এবং মৃত্তিকাক্ষয় হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের বহু মানুষ এই ঝুম চাষের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

⑤ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ কাকে বলে?

→ গঙ্গার বদ্বীপে, সুন্দরবনে, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে এই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ লক্ষণীয়। এই সমস্ত উদ্ভিদ গুলির শ্বাসমূল ও ঠেসমূল দেখা যায়। এই ধরনের উদ্ভিদের জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম হয়ে থাকে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের উদাহরণ হল- সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, গোলপাতা ইত্যাদি।

⑥ সূর্যোদয় শিল্প কাকে বলে?

→ পেট্রোরসায়ন শিল্পকে সূর্যোদয় শিল্প বলা হয়। কারণ, এই শিল্পের অগ্রগতি ও বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে ঘটে থাকে এবং এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রকৃতির। তাই এই শিল্পের এমন নামকরণ করা হয়েছে।

⑦ চা শিল্প গড়ে ওঠার কয়টি কারণ লেখ।

→ ① চা বাগিচা।

② সুলভ শ্রমিক।

③ নিলাম কেন্দ্র।

④ যোগাযোগ ও কলকাতা বন্দর।

⑧ পশ্চিমবঙ্গের ধান উৎপাদক অঞ্চল গুলির নাম লেখ।

→ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও পুরুলিয়ায় পরিবেশগত কারণে ধানের চাষ কম হয়। তবে বাকি প্রায় সমস্ত জেলাতেই প্রচুর পরিমান ধান চাষ হয়। তাদের মধ্যে প্রধান জেলা গুলি হল- বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, হাওড়া ইত্যাদি, তবে, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় বলে তাকে পশ্চিমবঙ্গের ধানের ভান্ডার বলে অভিহিত করা হয়।

⑨ উচ্চ ফলনশীল পাট বীজগুলির নাম লেখ।

→ বৈশাখী তোষা (JRO-৬৩২), চৈতালী তোষা (JRO-৮৭৮), বাসুদেব তোষা (JRO-৭৮৩৫), সবুজ সোনা (JRC-২১২), শ্যামলী (JRC-৭৪৪৭) ইত্যাদি হল উচ্চফলনশীল পাট বীজের নাম।

⑩ পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্র শিল্প গড়ে ওঠার কারণ লেখ।

→ (ক) কলকাতা বন্দরের সহযোগিতায় তুলো আমদানি।

(খ) আর্দ্র জলবায়ু থাকার দরুন।

(গ) বিদ্যুতের যোগান।

(ঘ) সুলভ শ্রমিক।

(ঙ) বস্ত্রের চাহিদা।

⑪ পশ্চিমবঙ্গের তিনটি পর্যটন কেন্দ্রের উদাহরণ লেখ।

→ (ক) সমুদ্রসৈকত পর্যটন কেন্দ্র- দিঘা, শংকরপুর, মন্দারমণি বকখালি ইত্যাদি।

(খ) পার্বত্য অঞ্চলের পর্যটন কেন্দ্র- দার্জিলিং, কালিম্পং, ~~কি~~ লাভা, মিরিক ইত্যাদি।

(গ) ঐতিহাসিক ও স্থাপত্য- মালদহ (গৌড়), মুর্শিদাবাদ ~~(খ্রম~~ (হাজারদুয়ারি), বিষ্ণুপুর (টেরাকোটা মন্দির)।

⑫ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও কেন্দ্রের নাম লেখ।

→ ① চালকল (বর্ধমান, হাওড়া), ② তাঁত বস্ত্রবয়ন (শান্তিপুর, ফুলিয়া, বিষ্ণুপুর), ③ মৃৎশিল্প (কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর), ④ বিড়ি ও তামাক শিল্প (মুর্শিদাবাদ), ⑤ রেশম শিল্প (মালদহ, মুর্শিদাবাদ)

---

② ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উন্নতির কারণ লেখ।

→ বর্তমানে ভারতবর্ষে অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প দ্রুততার সাথে উন্নতি ঘটে চলেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল নিম্নরূপ-

ক) কাঁচামালের সহজলভ্যতা :- বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে ভারতের প্রায় সর্বত্রই কম বেশী খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়। নানা প্রকার উষ্ণমণ্ডলশীল ধাতু, দেশীয় প্রজাতির শস্য, মাছ ও বিভিন্ন প্রাণী থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। যেমন- আটা, ময়দা, চিনি, বেসন, মুড়ি, পনির, সস, ইত্যাদি।

খ) দেশীয় বাজার :- ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অভ্যন্তরীণ বাজার খুব বেশী। দেশে যেমন চাহিদা রয়েছে তেমনি ভারতে উৎপাদিত দ্রব্যের বিদেশের বাজারেও চাহিদা রয়েছে।

গ) জীবনধারার পরিবর্তন:- বর্তমানে ভারতের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে জীবনযাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যৌথ পরিবারের ভাঙন, চাকুরিজীবী স্ত্রী- পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, টিভি চ্যানেলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে ভারতের শহর অঞ্চলে ফাস্ট ফুড খাবার, জাঙ্ক ফুড ও হালকা উত্তেজক পানীয়ের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ঘ) অনিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগের সুবিধা:- বর্তমান সরকারিনীতি অনুসারে ১৯৯১ খ্রী: পর থেকে ভারতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে মিলিয়ন ডলার বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নিষেধ নেই। এমনকি বিদেশী নাগরিকরা সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। ফলে শিল্পে মূলধনের অভাব হয় না।

(৪) **ভর্তুকির প্রদান:-** অন্যান্য সব ক্ষেত্রের পাশাপাশি সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। কর ব্যবস্থা, বিদেশী বিনিয়োগ, জমির উর্দ্ধসীমা, লাইসেন্স প্রদানে সরকার উদার নীতি অবলম্বন করেছে।

এছাড়াও, যে সমস্ত কারণগুলি রয়েছে সেগুলি হল- দ্রুত নগরায়ন, ক্রমবর্ধমান সাক্ষরতা, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি।

---

③ পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস বয়ন শিল্পের সমস্যা গুলি আলোচনা করো।

→ পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত কৃষিভিত্তিক শিল্পগুলি রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল কার্পাস বয়ন শিল্প। বস্ত্র বুননে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ভারতে প্রথম বস্ত্র কারখানা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়ার ঘুসুড়িতে গড়ে ওঠে। এই ~~কার্পাস বয়ন শিল্প~~ যে কোন শিল্পের যেমন উন্নতির দিক রয়েছে তেমনি তার কিছু সমস্যার দিক ও রয়েছে। কার্পাস বয়ন শিল্পের সেই সমস্যা গুলি নিচে আলোচনা করা হল।

ক) উন্নত মানের দীর্ঘ আঁশ যুক্ত তুলো অভাব।
খ) কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি।
গ) পুরানো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উৎপাদন ব্যয় বেশি।
ঘ) প্রতিবেশী উন্নত দেশ গুলির সাথে কঠোর প্রতিযোগীতা।
ঙ) প্রতিনিয়ত কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি জনিত সমস্যা।
চ) অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ।
ছ) কৃত্রিম ~~তন্তু~~ তন্তুর সাথে প্রতিযোগীতা।
জ) রুগ্ন শিল্পে পরিনত হওয়া।
ঝ) শ্রমিকের ধর্মঘট ও লকআউট।
ঞ) সরকারী নীতির পরিবর্তন।
ট) আধুনিকীকরণ জনিত সমস্যা। ইত্যাদি।

---

(৪) হলদিয়া বন্দর গড়ে ওঠার কারণগুলি আলোচনা করো।

→ কলকাতা থেকে প্রায় ৭৬ কিমি দক্ষিণে হুগলি নদীর মোহনায় হলদি নদীর সংযোগস্থলে কলকাতা বন্দরের সহযোগী হিসাবে হলদিয়া বন্দর স্থাপিত হয়। যদিও কলকাতা বন্দরের অবনতি। হলদিয়া বন্দর গড়ে ওঠার মূল কারণ তবে আরো কিছু কারণ রয়েছে সেগুলি হল নিম্নরূপ-

(ক) হুগলি নদীর নাব্যতা হ্রাস:- ভাগীরথী হুগলি নদীর বহুদিন ধরে গঙ্গার মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়ের ফলে নাব্যতা কমে গেছে। ফারাক্কা ব্যারেজ স্থাপনের পর এই সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে। বড় বড় জাহাজ গুলি কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই পূর্ব অঞ্চল অর্থনীতি বাঁচাতে হলদিয়া বন্দর গড়ে তোলা হয়।

(খ) নদী পথের দৈর্ঘ্য:- বঙ্গোপসাগর থেকে কলকাতা বন্দরে আসতে জাহাজ গুলিকে প্রায় 16 টি বড় বড় বালুচর ও অনেক নদী বাঁক অতিক্রম করতে হয়। সেখানে হলদিয়া বন্দরে আসতে তিনটি চর অতিক্রম করলেই হয়ে যায়। এবং কোন নদী বাক অতিক্রম করতে হয় না।

(গ) সময় ও অর্থের ~~ক~~ সাশ্রয়:- বঙ্গোপসাগর থেকে নদী পথে কলকাতা বন্দরে আসতে 223 k.m পথ অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু হলদিয়া বন্দরে আসতে মাত্র 121 k.m পথ অতিক্রম করলেই হয়। ফলে এতে সময় ও জ্বালানি উভয়ই সাশ্রয় হয়।

(ঙ) **উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা** :- হলদিয়া বন্দর দক্ষিণ পূর্ব রেলপথ ও 6নং জাতীয় সড়ক দ্বারা যুক্ত থাকে যেসকল পণ্যদ্রব্য প্রথমে কলকাতা বন্দর থেকে রপ্তানি করা হত এখন তা সহজেই হলদিয়া বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা যায়। এবং আমদানিকৃত পণ্য সহজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

(চ) **উন্নত পশ্চাৎ ভূমি** :- হলদিয়া বন্দরের পশ্চাৎ ভূমি বেশ উন্নত। কলকাতা বন্দরের সহযোগী হওয়ায় তার পশ্চাৎভূমি এখন হলদিয়া বন্দরের পশ্চাৎ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাই হলদিয়া বন্দরের পশ্চাৎ ভূমি সবচেয়ে জনবহুল এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত অঞ্চল।